❖ "রবীন্দ্রনাট্যে রূপক সাংকেতিকতা" এই নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করো।

তমাল কান্তি পাল

বাংলা বিভাগ, ডোমকল কলেজ।

রবীন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষ বাস্তবতাকে নাট্যমঞ্চে আনয়নে স্বরূপ সম্পর্কে ভেবেছিলেন। এ বিষয়ে ইউরোপীয় নাট্যধারার সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ আদান প্রদানের বিশেষ সূত্র পাওয়া যায় না। উনবিংশ শতকের শেষ থেকে ইউরোপীয় নাট্যসাহিত্যে ও প্রযোজনা মঞ্চ উপস্থাপনায় বাস্তববাদের বিরুদ্ধে যে প্রতিক্রিয়া দেখা গেছিল তার দ্বারা রবীন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন এমন কথা বলা মুশকিল। ড. অশ্রুকুমার সিকদার এমনটাই দাবি করেছেন তাঁর "রবীন্দ্রনাথ নাট্যে ঐক্য ও রূপান্তর" গ্রন্থে। সে সময়ে ইবসেন, শেকভের নাটকগুলি স্ট্রিন্ডবার্গের নাটক এমনকি ইয়েটস্ ও সিঞ্জের নাটকগুলির গঠনও নির্বস্তুক। জার্মান এক্সপ্রেশনিজমের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় ঘটলেও তাঁর নাটকের বিবর্তনের ক্ষেত্রে সেগুলির প্রত্যক্ষ প্রভাব খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। এঁদের নাটকেও ব্যবহৃত হয়েছিল প্রতীক, রূপক। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের নাটকে রূপকের ব্যবহারের ভিত্তিগত মৌল পার্থক্য হল- ভারতীয় নাট্যকলার সুদীর্ঘ ঐতিহ্যের সঙ্গে সংলাপ থেকে উঠে আসা প্রশ্ন। নিরন্তর প্রশ্ন করতে করতে নবনিরীক্ষার মধ্যে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর নাট্যভাবনাকে পরিমার্জিত করেছেন। এক ঐক্যবোধে ওই উত্তেজিত হয়েছে। সংহতি সাধনের নিরন্তর প্রয়াসই তাঁকে নাটকের রূপান্তরে আগ্রহী করেছে। কোনোও কোনোও নাটকে এই রূপান্তর এতটাই ঘটেছে যে মনে হবে দুটি ভাবনাগত দিক থেকে দুটি পৃথক নাটক। "কালের যাত্রা" নাটকের ক্ষেত্রেও এমন পরিমার্জন ঘটেছে।

রবীন্দ্রনাথের রূপক সাংকেতিক নাটক গুলির মধ্যে রাজা, অচলায়তন, ডাকঘর, রক্তকরবী ইত্যাদি সকল পাঠকেরই বিশেষ পরিচিত। সেগুলিতে কিছু ভাবগত বিষয় বিভিন্ন চরিত্র, মোটিফস বিষয়ের সংস্থাপনায় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কালের যাত্রা গ্রন্থের প্রথম নাটক রথের রশি এই নাটিকাটি রথযাত্রা নামে প্রবাসী পত্রিকায় ১৩৩০ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। রথযাত্রা থেকে রথের রশিতে নাম পরিবর্তনের বিবর্তন বুঝতে হলে প্রথমেই লক্ষণীয় কোন বিষয়টি রবীন্দ্রনাথ নাটকে ইঙ্গিতময় করে তুলতে চাইছেন। রথযাত্রায় রথই প্রধান, রথ সেখানে সমাজ। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সেই সমাজের উপর জোর দেবার পরিবর্তে সমাজকে গতিশীল করে তোলে যে শক্তি তার ওপর গুরুত্বারোগ করতে চান। রথকে গতি দেয়, টানে রথের রশি। তাই রূপক হয়ে ওঠে "রথের রশি।"

রবীন্দ্রনাথের নাটকগুলি ভাবপ্রধান, ঘটনা প্রবাহে ঘনঘটা সেখানে নেই। বরং সংগীতের মূর্ছনা সেখানে প্রাধান্য পেয়েছে। অধিকাংশ নাটকগুলি যেহেতু ভাবের বাহক; তাই সংগীতের মূর্ছনা সেই ভাবেরই দোতনা জাগায়। প্রত্যেকটি সাংকেতিক নাটকে সংগীত ভাবেরই ইঙ্গিতবাহী। যে কথা, যে ভাবনা সরাসরি বলতে ভাবপ্রকাশে ব্যাঘাত ঘটে, তাকেই রবীন্দ্রনাথ সংগীতের ইঙ্গিতবাহী করে তুলতে চেয়েছেন। আর এই সংগীত গুলি অধিকাংশই সমবেত সংগীত- যাকে জনতা চরিত্র প্রাধান্য পায়। কালের যাত্রা নাটকেও একাধিক সংগীত সংযোজনা রয়েছে। ব্যক্তি চরিত্র যেখানে গৌণ হয়ে যায়, সাংকেতিক নাটকের বক্তব্যকে জোরালো করে তুলতে পারেনা- সেখানে এরকম জনতা চরিত্র তাদের বক্তব্য নিয়ে কখনও সংগীতের আকারে, কখনও গদ্যভাষায় সমবেত বক্তব্যকে প্রকাশ করে।